228025 - নামাযরে সজিদা সংখ্যা নয়িে সন্দহে হওয়ার পর ভুলক্রমে সহু সজিদা না দলিে সে নামাযরে হুকুম কি?

প্রশ্ন

জনকৈ ব্যক্তরি নামাযে সজিদা সংখ্যা নয়িে সন্দহে হয়ছে। তনিি শাইখ বনি বাযরে ফতোয়ার আলোকে একীনরে (নশ্চিতি জ্ঞানরে) উপর নর্িভর করে অতরিক্তি একটি সজিদা দয়িছেনে। সালাম ফরোনোর পর আর কোন সহু সজিদা দনেনি। তনিি মনে করছেনে তাকে আর কোন সজিদা দতিে হবে না। তার নামায কি সহহি হল?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

যে ব্যক্তি নামাযরে সজিদা সংখ্যা নয়িে সন্দহেে পড়ছেনে; অর্থাৎ তনিি কি এক সজিদা দয়িছেনে; না দুই সজিদা দয়িছেনে এ নয়িে দ্বধিাদ্বন্দ্বে পড়ে যান তাহলে তনিি একীনরে (নশ্চিতি জ্ঞানরে) উপর নর্িভর করবনে। একীন হচ্ছ- ছোট সংখ্যাটি হসিাব করা। তাই তনিি শুধু একটি সজিদা দয়িছেনে ধরে নয়িে দ্বতিীয় সজিদাটি আদায় করবনে। এরপর সালাম ফরোনোর আগে সহু সজিদা দয়িে নয়ো উত্তম। এটি শাইখ বনি বায (রহঃ) এর অভমিত।

শাইখ বনি বায (রহঃ) বলনে: "আর যদি সন্দহেটি নামাযরে মধ্যে হয় তাহলে সে ব্যক্তি একীনরে উপর নর্িভর করবে এবং সজিদাটি আদায় করব। যদি সন্দহে হয় এক সজিদা দয়িছে, নাকি দুই সজিদা দয়িছে তাহলে সে ব্যক্তি দ্বতিীয় সজিদাটি আদায় করব। এটি প্রথম, কংিবা দ্বতিীয়, কংিবা তৃতীয় কংিবা চতুর্থ যে রাকাতরে ক্ষত্রেে হোক না কনে। এরপর সালাম ফরিানোর পূর্বে সহু সজিদা দবি; যদি সালাম ফরিানোর পরওে দয়ে তাতে কোন অসুবধিা নইে। তবে আগে দয়োই উত্তম"।[শাইখ বনি বাযরে ফতোয়াসমগ্র (১১/৩০) থকেে সমাপ্ত]

আর কোন কোন আলমেরে মত, নামাযরে কোন রুকন আদায়ে সন্দহে হওয়া নামাযরে রাকাত সংখ্যা নয়িে সন্দহে হওয়ার মত। যদি সন্দহেকারীর কাছে কোন একটি সম্ভাবনাকে অগ্রগণ্য মনে না হয় তাহলে সে ব্যক্তি একীনরে উপর নর্িভর করব; একীন হচ্ছে ছোট সংখ্যাটি হসিাব করা। এ অবস্থায় সে ব্যক্তি সালাম ফরিানোর পূর্বে সহু সজিদা আদায় করব।

আর যদি তার কাছে কোন একটি সম্ভাবনাকে অগ্রগণ্য মনে হয় তাহলে সে ব্যক্তি তার কাছে যে সম্ভাবনাটি অগ্রগণ্য মনে

হয় সটোর উপর নর্িভর করে নামায চালয়িে যাবে এবং সালাম ফরিানোর পূর্বে সহু সজিদা দবি।ে

মুরদাওয়ি (রহঃ) বলনে:

“গ্রন্থকাররে বক্তব্য: কারো কোন একটি রুকন ছুটে গছেে সন্দহে হওয়া সে রুকন আদৌ পালন না করার মত এটাই মাযহাবরে অভমিত। মাযহাবরে অধকিাংশ আলমে এ মতটি গ্রহণ করছেনে। তাদরে অনকেে এ মতটকিে অকাট্য বলছেনে। কারো কারো মত,ে এ মাসয়ালাটি কোন একটি রাকাত ছড়েে দয়োর মাসায়ালার সাথে কয়িাসযোগ্য। তাই সে ব্যক্তি নশ্চিতি হওয়ার চষ্টো করবে এবং প্রবল ধারণার ভত্তিতিে আমল করব।ে”[আল-ইনসাফ (২/১৫০) থকেে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে:

“যদি কারো কোন একটি রুকন ছুটে গছেে সন্দহে হয় সটো কোন রুকন ছড়েে দয়োর মতই”। অর্থাৎ সে ব্যক্তি যদি সন্দহে করে য,ে সে কি রুকনটি আদায় করছেে নাকি আদায় করনেি তার হুকুম হবে যে ব্যক্তি আদৌ রুকনটি আদায় করনেি সে ব্যক্তরি হুকুমরে মত। এর উদাহরণ হচ্ছ-ে কোন মুসল্লি দ্বতিীয় রাকাতরে জন্য দাঁড়ানোর পর তার সন্দহে হল সে কি সজিদা দুইটা দয়িছেে নাকি একটা দয়িছে...? কোন কছিু আদায় না-করার সন্দহে ঐ কাজটি আদৌ না-করার মত। কারণ কোন কছিু না-করা নয়িে যখন সন্দহে হয় তখন সে জনিসিরে মূল অবস্থা হচ্ছ— না-করা। কন্িতু তার যদি প্রবল ধারণা হয় য,ে সে রুকনটি আদায় করছেে তাহলে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী সে প্রবল ধারণার ভত্তিতিে নীতগিতভাবে সে রুকনটি আদায় করছেে ধরা হবে এবং তাকে এ রুকনটি পুনরায় আদায় করতে হবে না। কারণ আমরা ইতপিূর্বে উল্লখে করছেি য,ে যদি কউে নামাযরে সংখ্যা নয়িে দ্বধিাদ্বন্দ্বে পড়ে তাহলে সে ব্যক্তি তার প্রবল ধারণার উপর নর্িভর করব।ে তবে সালাম ফরিানোর পর তাকে সহু সজিদা দতিে হব।ে[আল-শারহুল মুমতি (৩/৩৮৪) থকেে সমাপ্ত]

দুই:

আলমেগণ উল্লখে করছেনে, ভুলক্রমে যে ব্যক্তরি সহু সজিদা ছুটে গছেে যদি খুব বশেি বলিম্ব না হয় তাহলে সে তখনি সটো কাযা করে নবি।ে আর যদি দীর্ঘ সময় বলিম্ব হয় তাহলে মুসল্লরি উপর থকেে সহু সজিদা আদায় করার দায়ত্বি বাদ যাবে এবং তার নামায সহহি হব।ে

আল-বুহুতি (রহঃ) বলনে:

“কউে যদি সালামরে আগে আদায় করা মুস্তাহাব এমন কোন সহু সজিদা দতিে ভুলে যায়; সে সহু সজিদাটি যদি ওয়াজবি হয় তাহলে সে ব্যক্তি ওয়াজবি হসিবেে এটাকে কাযা করে নবি।ে আর যদি অন্য কোন নামায শুরু করে দয়ে তাহলে ঐ নামাযরে সালাম ফরিানোর পর সহু সজিদা কাযা করব;ে যদি এর মধ্যে বশেি বলিম্ব না হয়; ওজু না ভাঙ্গে এবং মসজদি থকেে বরে না হয়। যহেতেু সজিদাটি আদায় করার সময় এখনো আছ।ে আর যদি প্রথা অনুযায়ী খুব দরেী হয়ে যায়, কংিবা ওজু ছুটে যায় কংিবা

মসজদি থকেে বরেয়িে যায় তাহলে সহু সজিদা আর কাযা করা যাবে না। যহেতেু এটি আদায় করার সময় অতবিাহতি হয়ে গছে। তবে তার নামায শুদ্ধ হবে। যমেন অন্য যে কোন ওয়াজবি ভুলক্রমে পরত্যিাগ করলওে নামায শুদ্ধ হয়।"[মুনতাহাল ইরাদাত (১/২৩৫) থকেে সমাপ্ত]

যে ব্যক্তি এ মাসয়ালার বধিান জানে না এমন ব্যক্তি ও জনেে ভুলকারী উভয়রে জন্য হুকুম অভন্নি।

ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটিরি ফতোয়া সমগ্র খণ্ড-২ (৬/১০) তে এসছে-

যদি কউে ইচ্ছাকৃতভাবে সহু সজিদা ছড়েে দয়ে তাহলে তার নামায বাতলি হয়ে যাবে এবং তাকে পুনরায় নামায পড়তে হবে। আর যদি ভুলক্রমে কংিবা অজ্ঞতাবশত ছড়েে দয়ে তাহলে তাকে পুনরায় নামায পড়তে হবে না। তার নামায সহহি।[সমাপ্ত]

শাইখ বনি বায (রহঃ) প্রশ্ন করা হয়ছেলি যে,

যদি কউে নামাযরে রাকাতে বশেি করে কংিবা কম করে এবং সহু সজিদা না দয়ে তাহলে তার নামায কি বাতলি হয়ে যাব?

তনিি জবাবে বলনে:

এক্ষত্রেে বস্তিারতি বশ্লিষেণ প্রয়োজন। যদি সে ব্যক্তি সহু সজিদা দয়োর হুকুম জানার পরও নামাযরে মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে সহু সজিদা না দয়ে তাহলে তার নামায বাতলি হয়ে যাবে। আর যদি অজ্ঞতাবশত কংিবা ভুলক্রমে সহু সজিদা না দয়ে তাহলে তার নামায শুদ্ধ হবে...।[নুরুন আলাদ-দারব ফতোয়াসমগ্র থকেে সংক্ষপেতি ও সমাপ্ত]

আল্লাহই ভাল জাননে।